28 MAR 2003
৮ ৩

দৈনিক ইনকিলাব

এসএসসি পরীক্ষায় নকলের চেনা দৃশ্য আর নেই

নরসিংদী থেকে ফিরে সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ কেন্দ্রের বাইরে শত শত তরুণ-তরুণীর অপেক্ষা। যেন হাট মিলেছে। কিন্তু সেই নকলের হাট আর নেই। মাত্র দু' বছরেই নকল যেন অতীত ইতিহাসের অংশ হয়ে পড়েছে। পরীক্ষার্থীদের সহযোগী হিসেবে যারা এসেছে তারা সবাই হতাশ। বাইরে থেকে নকল পাঠানোর কোন উপায় নেই। ফলে দু' বছর আগেও যে উৎসবমুখর পরিবেশে নকলের মহোৎসব ঘটেছে, কেন্দ্রের বাইরে গণটোকাটুকি হয়েছে- তার কিছুই এবার দেখা যায়নি। এককালে নকলের জন্য কুখ্যাত নরসিংদীর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গতবছরের চেয়েও এবার আরো সুশৃংখল এবং সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। গতকাল পরীক্ষার প্রথম দিনে নরসিংদীর শিবপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হাতিরদিয়া সাদত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মনোহরদী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনবাড়ী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রভৃতি কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায়, কোথাও নকলের ন্যূনতম চিহ্ন নেই। ভেতরে পরীক্ষার্থীরা যে যার মতো চুপচাপ পরীক্ষা দিচ্ছে। যদি অনেকেই দু' ঘণ্টায় দু' পৃষ্ঠাও লিখতে পারেনি। কিন্তু কারোরই নকল করার উপায় নেই। নকলের কথা যেন সবাই ভুলে গেছে। ফলে নকলের দায়ে বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটেনি। শান্তি শৃংখলাও বিঘ্নিত হয়নি। নকলের পরিবেশ এতো দ্রুত পাল্টে গেল কিভাবে জানতে চাইলে হাতিরদিয়া সাদত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্র সচিব জানালেন, পরীক্ষার্থীদের আমরা দু-দু'বার

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

নকলের চেনা দৃশ্য আর নেই

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দেহতল্লাশি করেছি। পুরো কেন্দ্রের চতুর্দিকে ২০০ গজ সীমানা এমনভাবে ঘিরে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে যাতে একমাত্র প্রধান গেট ছাড়া অন্য কোন স্থান দিয়ে একটি কাকপক্ষীও ঢুকতে না পারে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে প্রধান গেট খুলে শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের মাধ্যমে যথাক্রমে ছাত্র ও ছাত্রীদের দেহতল্লাশি করে নকল রেখে ভেতরে ঢোকানো হয়। এরপর কক্ষে প্রবেশের সময় আরেক দফা তল্লাশি করা হয়। কারও সাথে নকল পাওয়া গেলে হলগেটেই বহিষ্কারের ঘোষণা থাকায় এবং পরীক্ষারত অবস্থায় নকল পাওয়া গেলে আইনানুযায়ী গ্রেফতারের ভয়ে কেউই আর নকল নিয়ে হলে ঢুকতে সাহসী হয়নি। কেন্দ্রের মূল গেটেই দেখা গেল ১ বস্তা নকল পোড়ানো হচ্ছে। কেন্দ্রে ঢোকার মুহূর্তে সাধারণ ক্ষমার আওতায় কিছু নকলবাজ পরীক্ষার্থী এই নকল ফেলে যায়। কেন্দ্র সচিব আরও জানালেন, এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক কম। গত বছর যেখানে এই কেন্দ্রে ১২শ' পরীক্ষার্থী ছিল, সেখানে এবার মাত্র ৬৮০ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। টেস্ট পরীক্ষায় কড়াকড়ি করায় এবার নকলবাজ ছাত্রছাত্রীরা ফরম ফিলাপেরই সুযোগ পায়নি। অন্য কেন্দ্রগুলোর চিত্রও ছিল একই। প্রায় সব কেন্দ্রেই গতবারের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থী কমেছে। ফলে কেন্দ্রগুলোর ভেতরের পরিবেশও ছিল অত্যন্ত ছিমছাম। এমপিও বাতিল হওয়ার ভয়ে শিক্ষক-পরিদর্শকদের বেশ তৎপর দেখা গেছে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন এবং ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের কড়া তদারকিতে কোথাও কোন অনিয়মের সুযোগ ছিল না। কেন্দ্রগুলোতে ভিজিল্যান্স টিমের সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা প্রবেশের সাথে সাথেই অতীতে যেমন শিক্ষকরা কাশি দিয়ে কিংবা ধমক দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সতর্ক করতেন, এবার তেমনটি দেখা যায়নি। তাছাড়া এবার পরীক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদেরও কোন পরিচিতি বা জানা-শোনা ছিল না। এক স্কুলের পরীক্ষার্থীরা অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবং কোন কেন্দ্রের শিক্ষকরাও নিজ নিজ স্কুল কেন্দ্রে ডিউটি করতে পারেননি।